بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আমাদের জামাতের এখন মসজিদের খুবইপ্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ খোদার ঘর। যেই শহর বা গ্রামে আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়, নিশ্চিত হতে পার যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভিত রচিত হলো। যদি এমন কোন শহর বা গ্রাম থাকে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম বা শূন্য, আর সেখানে যদি তোমরা ইসলামের উন্নতি চাও তাহলে একটি মসজিদ সেই স্থানে বানিয়ে দেয়া উচিত আরএর ফলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদেরকে টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত হলো মসজিদ নির্মাণের পেছনে নিয়্যত বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া চাই।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডা রেগিনাস্থ মাহমুদ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৪ঠা নভেম্বর **২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ
وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

(সূরা আত্-তওবা: ১৮)

আলহামদুলিল্লাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রেগিনাকে (Ragina)ও আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য দান করেছেন। মাশাআল্লাহ্! মসজিদ খুবই সু ন্দর হয়েছে। বর্তমানে এখানে জামাতের যে লোক সংখ্যা আর এর চারপাশে ও নিকটবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করছে তাদেরকে মিলিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় ১৬০ জন। আর এই মসজিদের ধারণ ক্ষমতা যা বলা হয়েছে তা হলো, মসজিদের হলরুমে ৪০০ ব্যক্তি নামায পড়তে পারে,এছাড়াপ্রয়োজনে কমন এরিয়াতে আরও ১০০ ব্যক্তির সংকুলান হওয়া সম্ভব। আমাকে জানানো হয়েছে,এর ব্যয়ভারও স্থানীয় জামাতই বহন করেছে বা বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বরংঅর্থের দিক থেকে নগদে মোট যে খরচ হয়েছে তারও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বহনের দায়িত্ব দুই ব্যক্তি নিয়েছেন যাদের একজন হলেন আমাদের শহীদ ডাক্তার শামসুল হক সাহেবের বিধবা স্ত্রী। অর্থের দিক থেকে 'নগদ' যে শব্দটি আমি ব্যবহার করলাম এর কারণ হলো,যখন আমরা মসজিদের নির্মাণ কাজে হাত দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছি আর কন্ট্রাক্টরদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন সর্বনিম্ন যে টেন্ডার বা কোটেশন এসেছে, তাতে নির্মাণ ব্যয় বলা হয়েছে ২.৮ মিলিয়ন ডলার, আর এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচাদি মিলিয়ে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মসজিদের নির্মাণ এবং তা সম্পূর্ণ করার জন্য খরচ হয়েছে ১.৬ মিলিয়ন ডলার। এখন এক বস্তুবাদী মানুষ এটি শুনে বিস্মিত হবে কেননা কিভাবে এটি হতে পারে যে, ঠিকাদারদের নূন্যতম বা সর্বনিম্ন টেন্ডারেরও অর্ধেক খরচে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিঃসন্দেহে এক বস্তুবাদী মানুষ এটি ধারণাই করতে পারে না কেননা সে জানে না যে, কুরবানী কাকে বলে, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত কুরবানীর কী উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রাণ, সম্পদ এবং সময় উৎসর্গ করার দৃষ্টান্তও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেইপাওয়া যায়। সর্বত্র এটিই আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য,তা পাকিস্তানের আহমদীই হোক যারা প্রাণ এবং সম্পদের ত্যাগ স্বীকার করছে, বা আফ্রিকার আহমদীই হোক যাদের কাছে সম্পদ না থাকলেও সময়ের কুরবানীর মাধ্যমে বা নিজের যা কিছু আছে তা-ই মসজিদ এবং জামাতী কাজের জন্য দান করার মাধ্যমে নিজেদের কুরবানী

উপস্থাপন করে থাকে, অথবা ইন্দোনেশিয়ার আহমদীই হোক বা ইউরোপে বসবাসকারী আহমদীই হোক না কেন কিংবা কানাডার আহমদী হোক যারা এখানে বসবাস করছে, অথবা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের আহমদীই হোক না কেন, খোদা তা'লা তাদেরকে কুরবানীর তৌফিক দিয়ে থাকেন কেননা খোদার সন্তুষ্টিকেই তারা নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে।এই মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতের সম্পদের অর্ধেকেরও অধিক যে সাশ্রয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সিস্কাটনের তিন ভাই স্বেচ্ছাসেবা মূলকভাবে এখানে নিজেদের সেবা দিয়েছেন বা খিদমত করেছেন আর এভাবে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন।অনুরূপভাবে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। কন্ট্রাক্টর এই তিন ভাই চতুর্থ আর একজন কন্ট্রাক্টরের সাহায্যও পেয়েছেন, যাকে হয়তো আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্যই টরেন্টো থেকে এখানে পাঠিয়েছিলেন যেখানে তার কাজ শেষ হলে তিনি এখানে চলে আসেন। যাহোক, তারা সবাই সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীও রয়েছেন, যাদের মাঝে রেগিনার স্থানীয় আহমদীরা রয়েছে। এছাড়া সিস্কাটন, ক্যালগেরি, এডমিন্টন এবং টরেন্টো থেকেও লোকজন এসেছেনযাদের মাঝে খোদ্দাম এবং আনসার উভয়ই রয়েছে। আর কেবল সেই কাজ ব্যতিরেকে,যে কাজের জন্য জামাতে পেশাদারী দক্ষ জনবল নেই,বাকি সব কাজই এসব কন্ট্রাক্টর ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিজ থেকেই করেছে। এখন একজন বস্তুবাদী কন্ট্রাক্টর এটি ভাবতেও পারে না কিন্তু এরা নিজেদের পয়সা এবং সময়ের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। অনুরূপভাবে লাজনাও আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি এসব রেযাকার বা স্বেচ্ছাসেবীদের খাবারের ব্যবস্থা করায়, সেবা প্রদানের কারণে এই নির্মাণ কাজে তারাও ভূমিকা রেখেছেন আর এভাবে এতে তাদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, এই মসজিদ নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায় সাড়ে এক চল্লিশ হাজার ঘন্টা শ্রমসেবা দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি যেমনটি বলেছি, কুরবানীর এই প্রেরণা বা চেতনা আহমদীদের মাঝে সর্বত্র দেখা যায়। একদিকে কতিপয় মুসলমান পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিতে রত এবং ব্যতিব্যস্ত আর অপরদিকে পৃথিবীর উন্নত এবং জাগতিক ক্ষেত্রে অগ্রগামী দেশ সমূহে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণে নিজেদের অর্থ-সম্পদ এবং সময় ব্যয় করছেন,কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খোদার ঘর নির্মাণ করে সে জান্নাতে নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করে নেয়। এর কারণ হলো এ যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত ও আকর্ষণীয় চিত্র তু লে ধরার জন্য মসজিদ নির্মাণ কর।

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামাতের এখন মসজিদের খুবইপ্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ খোদার ঘর। যেই শহর বা গ্রামে আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়, নিশ্চিত হতে পার যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভিত রচিত হলো। যদি এমন কোন শহর বা গ্রাম থাকে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম বা শূন্য, আর সেখানে যদি তোমরা ইসলামের উন্নতি চাও তাহলে একটি মসজিদ সেই স্থানে বানিয়ে দেয়া উচিত আরএর ফলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদেরকে টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে শর্ত উল্লেখ করেছেন তা নিজেদের সামনে রাখতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, তবে শর্ত হলো মসজিদ নির্মাণের পেছনে নিয়্যত বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া চাই। শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্য তা করা উচিত। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন এর পেছনে না থাকে তাহলেই খোদা তা'লা তাতে কল্যাণ দান করবেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে সেইশর্তের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, আন্তরিকতা থাকতে হবে, আবেগ-উচ্ছাস যেন কেবল সাময়িক না থাকে। শুধুই সুন্দর মসজিদ নির্মাণ যেন উদ্দেশ্য না হয় বরং এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনও রয়েছে। শুধু নাম কামানো এবং খ্যাতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে যেন মসজিদ নির্মাণ করা না হয়। কেবল এটি বলার জন্য যেন মসজিদ নির্মিত না হয় যে, এত বড় অংকের টাকা আর্থিক কুরবানী করেছি বা এত ঘন্টা বেশি কাজ করেছি, বা কোন প্রতিযোগিতার মানসে মসজিদ নির্মিত হওয়া উচিত নয়। মসজিদ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নির্মিত হওয়া উচিত।

অতএব খোদার এই কৃপাবারি দেখে আমরা কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ। অনুরূপভাবে আজ এখানে বসবাসকারীদেরও

খোদার কৃতজ্ঞতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে একটি মসজিদ দান করেছেন। এমন একটি ঘর তাদেরকে দিয়েছেন যা খোদার ঘর আরএ ঘর নির্মিত হয়েছে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য। নিঃসন্দেহে এটি খোদার ঘর কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজের স্বার্থে এই গৃহ নির্মাণ করেননি। এই গৃহের কারণে উপকৃত হচ্ছে এবং হয়তারাই, যারা এই মসজিদে আসে। অতএব, এটি খোদা তা'লার অনেক বড় একটি অনুগ্রহ যার জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তা অপ্রতুলই। আরকৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে রীতি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তা সেই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যা আমি তিলাওয়াত করেছি। তার অনুবাদ হল আল্লাহ্ তা'লা বলেন,
আল্লাহ্র মসজিদ শুধু তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ্র সত্তায় এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এমন মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে গণ্য হবে। (সূরা আত্-তওবা: ১৮)
সুতরাংখোদা তা'লা এবং পরকালের প্রতি ঈমান, যা মুমিন এবং মুসলমান হওয়ার মৌলিক শর্ত, এটি তো অত্যাবশ্যকভাবে প্রয়োজনীয়। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায কায়েম করাওতোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। আর নামায কায়েম করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো নির্ধারিত সময়ে পাঁচ বেলা বাজামাত নামাযের জন্য মসজিদে আসা। নামায কায়েম করার অর্থই হলো, বাজামাত বা জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়া। এরপর যাকাত দেয়ার বিষয়টিও রয়েছে। যাকাত কাকে বলে? এর অর্থ হলো নিজের সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে সেটিকে পবিত্র করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই কুরবানীর ক্ষেত্রে আহমদীরা অনেক অগ্রগামী, কিন্তু নামাযের জন্য যাওয়া এবং বাজামাত নামায পড়ার ক্ষেত্রে সর্বত্র অলসতা দেখা যায়। অথচ এটি মৌলিক বিষয়, এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। যাকাত সম্পর্কে আমি এটিও বলতে চাই যে, সাধারণভাবে যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, যে সম্পদশালী, যার টাকা প্রধানত ব্যাংকে রয়েছে বা তার হাতে রয়েছে, আর তা বিশাল অংকের টাকা, সারা বছর যা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। যার কাছে (নির্ধারিত পরিমাণের অধিক) স্বর্ণ বা রৌপ্য রয়েছে তাদেরও যাকাত দিতে হয়। অনেক কৃষকের জন্যও যাকাত আবশ্যক হয়ে থাকে। এরপরযাদের বড় বড় ডেইরি ফার্ম আছে তাদের জন্যও যাকাত প্রদান আবশ্যক।নর-নারী সবাই এই যাকাতের অন্তর্গত।আর এর একটি নির্ধারিত হার রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর যুগে তিনিই নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে যাকাতের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে আমি এটিও বলতে চাই যে, মহিলাদের এদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত, এখানে এসে সচ্ছলতা লাভের কারণে তাদের কাছে অনেক স্বর্ণের গহনা থাকে। আমি প্রায় সময় দেখেছি বড় এবং ছোট বয়সের মহিলারা স্বর্ণের ভারি-ভারি বালা এবং চুড়ি পরে রাখেন। নিঃসন্দেহে পরুন কেননা এটি সৌন্দর্য্য এবং আল্লাহ্ তা'লা তা বৈধ আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এর ওপর যাকাত দেয়াও আবশ্যক।
হুজুর (আইঃ) বলেন,সর্ব প্রথম জামাতের ওহ্দাদার এবং অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়, আপনারা নিজেদের উপস্থিতির মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করা আবশ্যক করে নিন। জামাত যে সম্পদ এবং সময়ের কুরবানী দিয়েছে এর স্থায়ী পুণ্য লাভের জন্য সকল ওহদাদার এবং প্রত্যেক আহমদীরও চেষ্টা করা উচিত যেন এখন যে মসজিদ আপনাদের মোট সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বড় সেটি আপনাদের জন্য ছোট হয়ে যায়। আর মসজিদ তখন ছোট হয় যখন নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর জামাত বড় হয়। জামাত বড় করার জন্য তবলীগ করা জরুরী, বরং একান্ত আবশ্যক।
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,
আমাদের জামাতের লোকদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের জামাতভুক্ত হয়ে ঘৃণ্য ও মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, আর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায়, সে যালেম বা অন্যায়কারী কেননা পুরো জামাতকে সে দুর্নাম করে আর আমাদেরকেও আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে দেয়। নোংরা দৃষ্টান্তের কারণে অন্যদের মাঝে ঘৃণার সৃষ্টি হয় আর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন হলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোন কোন মানুষের পত্র আসে আর তারা লিখে যে, যদিও আমি এখন পর্যন্ত আপনার জামাতভুক্ত নই কিন্তু আপনার জামাতের কিছু মানুষের অবস্থা থেকে ধারণা করতে পারি যে, এই জামাতের শিক্ষা অবশ্যই পুণ্যভিত্তিক।
হুজুর (আইঃ) বলেন, অতএব আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব হলো আহমদীদের। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো পুণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসর হওয়া। তিনি বলেন, একব্যক্তির কারণে লক্ষ প্রাণ রক্ষা করা হয়। সুতরাং সব আহমদীর ওপর পৃথিবীকে রক্ষা করার অনেক বড় এই দায়িত্ব বর্তায়। যে পৃথিবী খোদা তা'লাকে ভুলে যাচ্ছে, আমাদের

দায়িত্ব হলো সেই পৃথিবীকে রক্ষা করা। নৈতিক বা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মানুষ ভালো হলেও, কেউ কেউ বলে থাকে যে, ধর্ম মেনে লাভ কী, আমরা তো নৈতিক এবং চারিত্রিক ক্ষেত্রে উন্নত মানে উপনীত, কিছু মানুষ এমন আ ছে যাদের দৈনন্দিন স্বভাব-চরিত্র অবশ্যই ভালো, কারও অধিকারকে তারা পদদলিত করে না বা খর্ব করে না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নামে নৈতিক বা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা দেউলিয়া হয়ে গেছে, আর আইনের নিরাপত্তাও তাদের পক্ষে রয়েছে। পৃথিবী আল্লাহ্ তা'লাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, আমরাও যদি আমাদের মূল্যবোধ হারিয়ে, খোদা তা'লাকে ভুলে গিয়ে, ইসলামী চারিত্রিক এবং নৈতিক শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে পৃথিবীর অন্ধ অনুকরণ করি তাহলে পৃথিবীর সংশোধন কে করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে, অন্য জাতি সেই স্থান নিবে, কিন্তু কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। অতএবযেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আজও প্রত্যেক আহমদীর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যেন আমরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি। শুধু এই মর্মে আনন্দিত হবেন না যে, মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমাদের লক্ষ্য তো এটি হওয়া উচিত যে, খোদার সামনে সিজদাকারী এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে, আর এটি ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সামনে অগ্রসরমান না থাকবে এবং আমাদের প্রত্যেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপন-পর সকলের জন্য আদর্শ না হবে। আমাদের কেউ যেন অন্যকে দুঃখ না দেয়, বরং আপন-পর সবার প্রাপ্যপ্রদানকারী হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের উচিত তোমরা যেন নিজের জন্য, নিজের সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন এবং আমাদের জন্যও রহমতের কারণ হয়ে যাও। কোন ভাবেই বিরোধীদেরকে আপত্তি করার সুযোগ দেয়া উচিত নয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বেদনাকে অনুভব করা উচিত আর নিজেদের সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত যা জামাতের জন্য এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য সুনামের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমাদের আগামীকাল যেন আজ থেকে উত্তম হয়, আমাদের সন্তানসন্ততি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এটি বুঝতে পারে যে, আমাদের পিতা-মাতা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তবলীগের যে কাজ করেছেন আর সন্তান-সন্ততিকে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে নসীহত করেছেন সেটিই প্রকৃত সম্পদ, যা তারা তাদের জন্য রেখে গেছেন। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে যেন এই প্রেরণা এবং চেতনা সঞ্চার করে, আর আল্লাহ্ তা'লা করুন এই ধারা যেন এভাবেই অব্যাহত থাকে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন খোদার কৃপাবারি লাভ করতে থাকে। আল্লাহ্ করুন, এমনটিই যেন হয়। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 28th Oct, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B